জাবিতে বিক্ষোভ; মহাসড়কে প্রতীকী অবরোধ

সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহাল

জাবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত: ১৪:১৩, ৬ জুন ২০২৪

অবরোধ

হাইকোর্ট কর্তৃক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহালের আদেশের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থীরা। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে প্রতীকী অবরোধ করা হয়। বৃহস্পতিবার (৬ জুন) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মহাসড়ক অবরোধ করা হয়। অবরোধ কর্মসূচি প্রায় দশ মিনিটের মতো স্থায়ী হয়।

UNIBOTS

এর আগে সকাল সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়। সেখান থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে প্রধান ফটক সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে গিয়ে

শেষ হয়। অবরোধকালে শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহালের নির্দেশের নিন্দা জানান। পাশাপাশি এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানান।

এসময় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম বলেন, 'কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে যারা দিনের পর দিন পড়ালেখা করছে তাদের প্রতি বৈষম্য করা হয়। আমরা এই বৈষম্যমূলক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি।'

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আল মামুন বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা দেশের সূর্য সন্তান। তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। তবে কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। কোটা পদ্ধতি থাকলে আমার মতো সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের মেধার মূল্যায়ন পাবে না।'

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের আরেক শিক্ষার্থী আরিফ সোহেল বলেন, 'স্বাধীনতার ৫৩ বছরে এসে কোটা ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক। আর এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ। আমাদের সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের যে ঘোষণাপত্র আছে; সেখানে তিনটি মূলনীতি উল্লেখ আছে। সেগুলো হলো সাম্য, সামাজিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার। কোটা পদ্ধতি এই মূলনীতির বিরুদ্ধে।'

এদিকে প্রতিবাদী আন্দোলনে সম্পৃক্ত কয়েকজন শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, বৈষম্যমূলক এই নির্দেশ বাতিলের দাবিতে খুব দ্রুতই একটি নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে তারা প্রতিবাদ জানাবেন ও বাতিল হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। বৃহস্পতিবার রাতে আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানান তারা।

উল্লেখ্য, বুধবার (০৫ জুন) সরকারি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাসহ অন্য কোটা বাতিল করে জারি করা পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। ফলে সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা বহাল থাকবে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের করা এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন।